তারিখ ১০ AUG 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

দৈনিক
আমাদের সময়

বন্যায় বিপর্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা

২ হাজার ৫৫৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

এম এইচ রবিন ●

দেশের উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে কম-বেশি ২০টির অধিক জেলা বন্যাকবলিত। কোনো কোনো স্থানে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। কোথাও আবার নতুন করে প্লাবিত হচ্ছে জনপদ। বন্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে শিক্ষাব্যবস্থাসহ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন। তবে বন্যা-পরবর্তী শিক্ষার ক্ষতিপূরণে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।

বন্যার পানি এখনো না নামায় প্রকৃত ক্ষতির হিসাবও নিরূপণ করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, কোথায় ভবন ও আসবাবপত্র নষ্ট হয়েছে সেসব তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস, পরীক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল– বন্যার কারণে এমন প্রতিষ্ঠানে ক্লাস চালু করা, সুবিধামতো সময় পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের।

এদিকে বন্যায় সারা দেশে ২ হাজার ৫৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে ৯৫৫টি। আর প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১ হাজার ৬০০। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব বের করতে কাজ করছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।

প্রথমিক বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে প্রাথমিক এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

২ হাজার ৫৫৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন খালিদ আমাদের সময়কে জানান, কোন জেলায় কী পরিমাণ স্কুলভবন ও আসবাবপত্র নষ্ট হয়েছে তা জানাতে নির্ধারিত ছকে তথ্য চেয়ে মাঠ কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ বিষয়ে কাজ করছে। কোন কোন স্থানে বন্যার পানির কারণে স্কুলে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ছিল। এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় সুবিধামতো সময়ে পরীক্ষা নেওয়া যাবে। দ্রুততম সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন মেরামতের ব্যবস্থা করা হবে। অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করবে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন।

ডিপিইর তথ্যানুযায়ী বন্যায় বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় অন্তত ১ হাজার ৬০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস বন্ধ ছিল। তবে প্রতিনিয়ত পানি কমে যাওয়ায় নতুন করে ক্লাস শুরু হয়েছে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি উপজেলায়। আবার দক্ষিণাঞ্চলে কিছু নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ায় বিদ্যালয় বন্ধ হচ্ছে। বন্যার পানি পুরোপুরি না নামলে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

মাউশি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা হালনাগাদ করছে এক-দুইদিন পর পর। আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ২০টি জেলায় ৯৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এসবের মধ্যে জামালপুরে ২১৮, সিরাজগঞ্জে ১৫২, কুড়িগ্রামে ৯৯, গাইবান্ধায় ৬১, মানিকগঞ্জে ৫৮, সুনামগঞ্জে ৩৯, বগুড়ায় ১৮, টাঙ্গাইলে ১৮, পাবনায় ১৩, রাজবাড়ীতে ১০ ও ফরিদপুরে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। তবে এই তথ্য হালনাগাদ হচ্ছে বলে জানিয়ে মাউশির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, উত্তরাঞ্চলের পানি কমতে শুরু করেছে। এখন দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলে বন্যার পানি বাড়ার সঙ্গে নতুন করে এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। এসব জেলার তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। বন্যায় স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ছে। এজন্য মাঠে তথ্য সংগ্রহের কাজেও বিঘ্ন ঘটছে।

মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান আমাদের সময়কে বলেন, বন্যা পরিস্থিতির সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের পরিসংখ্যানও বাড়ছে-কমছে। তবে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত যে তথ্য এসেছে তাতে দেখা যায়, ৯৫৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্যাকবলিত। এখন পানি কমতে শুরু করেছে। হালনাগদ তথ্য নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাব আমরা। তিনি বলেন, বন্যার পানি না নামা পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে না। তবে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে শিক্ষকদের বলা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন মেরামত পুনর্নির্মাণ করবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

এ প্রসঙ্গে অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মো. হানজালা জানান, বন্যায় কী পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো নষ্ট হয়েছে, তার তথ্য নিতে নির্বাহী প্রকৌশলীদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। তথ্য আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাব। এর পর মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেলে মেরামতের কাজ শুরু হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ক্ষতিগ্রস্ত ভবন মেরামত করবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। এগুলো মনিটরিং করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।